সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

ফয়যানে মাদানী ইনআমাত

(Bangla)

23 - March - 2017

ফয়যানে মাদানী ইনআমাত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতরূপী বাণী হচ্ছে: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকবে।" **(আল ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল ইয়া, ২/৪৭১, হাদীস নং-৮২১০)**

চারায়ে বেচারগাঁ পর হোঁ দুরূদেঁ ছদ হাজার
বে কাসোঁ কে হামী ও গমখোয়ার পর লাখো সালাম। **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে নফস! আল্লাহ্‌কে ভয় করো

বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি খুবই ইবাদত গুজার ছিলো। তিনি রাতে **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন আর দিনে ঘুরেফিরে কিছু জিনিস পত্র মানুষের নিকট বিক্রি করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় নিজের নফসের হিসাব (ফিক্‌রে মদীনা) নিয়ে বলতেন: "হে নফস! **আল্লাহ্‌কে** ভয় করো।" একদিন তিনি প্রতিদিনে ন্যায় নিজের ঘর থেকে রোজগারের জন্য বের হলেন এবং চলতে চলতে এক ধনীর দরজায় এসে পৌঁছলেন এবং নিজের পন্য বিক্রির উদ্দেশ্যে আওয়াজ দিলেন। ধনীর স্ত্রী যখন এই সুন্দর সুদর্শন ব্যক্তিকে নিজের দরজায় দেখলো তখন তার প্রেমে পড়ে গেলো আর তাঁকে বাহানা করে বাড়ির ভেতর নিয়ে ডেকে নিলো, অতঃপর সে বলতে লাগলো: হে ব্যবসায়ী! আমার মন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে, আমার নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে এবং চমকপ্রদ পোশাক রয়েছে, তুমি এই কাজ ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে রেশমী পোশাক এবং অনেক সম্পদ দেব। এই প্রস্তাব শুনে তার নফস সেই মহিলার প্রতি ধাবিত হতে লাগলো, কিন্তু সাথেসাথেই তিনি তার অভ্যাস অনুযায়ী (নফসের হিসাব নিয়ে) বললেন: "হে নফস! **আল্লাহ্‌কে** ভয় করো।" অতঃপর সেই মহিলাকে উত্তর দিলো: "আমি আমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করি।" সেই মহিলা বললো: "তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ না করে এখান থেকে যেতে পারবে না।" সেই ব্যক্তি

www.dawateislami.net

পূনরায় বললেন: “হে নফস! **আল্লাহ্**কে ভয় করো।” এবং মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তিনি মহিলাটিকে বললেন: “আমাকে এই সুযোগ দাও যে, আমি ওযু করে দু'রাকাত নামায আদায় করি।” অনুমতি দিলে তিনি ওযু করলেন এবং ছাদে চলে গেলেন, সেখানে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করার পর ছাদ থেকে নিচে উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, এর উচ্চতা (প্রায়) বিশ গজ ছিলো। তিনি অসহায় হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন এবং আরয করতে লাগলেন: “হে আমার **রব (প্রতিপালক)**! আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার ইবাদতে লিপ্ত রয়েছি, আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করো।” একথা বলেই তিনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লেন, **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন: “যাও! আমার বান্দাকে মাটিতে পড়ার আগেই রক্ষা করো। কেননা, সে আমার অসন্তুষ্টি মুলক কাজের ভয়ে লাফ দিয়েছে।” হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام খুবই দ্রুতগতিতে এসে সেই ব্যক্তিকে আকড়ে ধরলেন এবং মাটিতে বসিয়ে দিলেন। **(দুররাতুন নাসিহিন, আল মজলিশিত তা'সেয়ে ওয়া সিত্তুন..., ২৭০ পৃষ্ঠা)**

কিউঁকর না মেরে কাম বনেঁ গাইব সে হাসান,
বান্দা ভি হোঁ তো কেয়সে বড়ে কার সায কা। (যওকে নাত, ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনী থেকে জানা গেলো, যে ব্যক্তি নিজের আমলের হিসাব নেয়ার অভ্যাস গড়ে নেয়, সর্বদা নিজের আমলের বিবরণ নিতে থাকে তবে তার এই উত্তম অভ্যাস তাকে গুনাহ থেকে বাঁচতে সহযোগী সাব্যস্ত হবে, যেমনটি সেই নেককার ব্যক্তির অন্তর যখনি গুনাহের দিকে ধাবিত হলো তখনি ফিক্‌রে মদীনার (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব নেয়ার) অভ্যাসের কারণে সাথেসাথেই তার মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হয়ে এলো: “হে নফস! **আল্লাহ্**কে ভয় করো।” অতঃপর তার উপর খোদাভীতি এমনিভাবে প্রাধান্য বিস্তার করলো যে, সে গুনাহ থেকে বেচেঁ গেলো। এটাও জানা গেলো, বিপদের সময় ভাল আমল কাজে এসে যায়, অনেক সময় এর কারণে **আল্লাহ্ তাআলার** এমন সাহায্য অর্জিত হয় যে, বড় বড় বিপদও সহজ হয়ে যায়, এই কারণেই যখন সেই নেককার ব্যক্তি গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের ইবাদতের ওসীলা পেশ করে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লো তখন **আল্লাহ্ তাআলার** সাহায্যের কারণে মৃত্যু ও শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রইলো।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! আমাদের শরীয়াতে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া জায়িয নেই। অবশ্য আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের আমলের হিসাব করে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো এবং বেশী বেশী নেক আমল করতে থাকা, নেক আমলের কারণে না শুধু **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য অর্জিত হয় না, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য সৌভাগ্যও নসীব হয়ে থাকে, এছাড়াও নেকী গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়ার মাধ্যমও হয়ে থাকে, কুরআনে করীমে উৎসাহ প্রদান করে বিভিন্ন জায়গায় আমলের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি পারা ৩০, সূরা বাইয়্যিনার ৭ ও ৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِکَ هُمۡ خَیۡرُ الۡبَرِیَّۃِ ؕ﴿۷﴾ جَزَآؤُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ ؕ

(পারা ৩০, আল বাইয়্যিনা, আয়াত: ৭, ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাদের প্রতিদান তাদের **রবে**র নিকট বসবাস করার বাগান, যার নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা থাকবে। **আল্লাহ্** তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যেসব লোক ঈমান আনার পর নেক আমল করে, **আল্লাহ্ তাআলা** সেই সৌভাগ্যবানদের জান্নাতের বাগান এবং নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ, নিজের জীবনকে অহেতুক কাজ এবং অহেতুক মন্তব্যে অতিবাহিত করার পরিবর্তে আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার গড়ে তোলা এবং গুনাহ থেকে বিরত থেকে একনিষ্টতা ও একাগ্রতা সহকারে নেক আমলে মগ্ন হয়ে থাকা। বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায় নেক আমল করার অসংখ্য ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দু'টি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

নেক আমলের ফযীলত

১. ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে সুন্দর চরিত্র এবং উত্তম আমলকে পূর্ণতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন।

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৮/৩৪৩, হাদীস নং-১৩৬৮৪)

২. ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) নিজের অবশিষ্ট জীবনে নেক আমল করে তবে তার সেই গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা অতীতে হয়েছিলো এবং যে (ব্যক্তি) নিজের অবশিষ্ট জীবনে মন্দ আমল করে তবে তার পূর্ববর্তী এবং ভবিষ্যত জীবনে সংগঠিত হওয়া গুনাহের জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে।

(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহু মুহাম্মদ, ৫/১২৮, হাদীস নং-৬৮০৬)

নামায ও রোযা ও হজ্ব ও যাকাত কি তৌফিক
আতা হো উম্মতে মাহবুব কো সদা ইয়া রব! **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই নেক আমলের খুবই বরকত রয়েছে, নেক আমলের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, নেক আমলের বরকতে জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত নসীব হয়। নেক আমলের বরকতে কবর ও হাশরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, নেক আমল গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম, নেক আমল **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম।

মনে রাখবেন! গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করার জন্য, দৃঢ়তার সহিত ফিক্‌রে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করা নিতান্তই আবশ্যক, এজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ যে, নিজের আমলের পরিনতির ব্যাপারে নিশ্চুপভাবে ভাবুন যে, অতীতে যা কিছু করেছি এবং এখনও এর উপর অটল আছি তবে এই কাজ আমার আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর নয়তো? নিঃসন্দেহে যে মুসলমান আখিরাতের ভাবনার অভ্যাস গড়ে নেয়, তার কাজকর্ম ও কথাবার্তায় ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সে সর্বদা নিজের আখিরাত চমৎকার বানানোর চিন্তায় পড়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি মাদানী ইন্‌আমাতেও আমলের উৎসাহ সম্বলিত একটি মাদানী ইন্‌আম বিদ্যমান, যেমনটি **মাদানী ইন্‌আম নম্বর ১৫ হচ্ছে:** "আপনি কি আজকে একাগ্রতার সাথে কমপক্ষে **১২** মিনিট **ফিক্‌রে মদীনা** (অর্থাৎ নিজ আমলের হিসাব) করাবস্থায় যেসব মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল হয়েছে, রিসালায় সেগুলোর ঘর পূরণ করেছেন?"

www.dawateislami.net

আমল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার গুরুত্বের মূল্যায়ন এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, কুরআন ও হাদীসে এর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি পারা ২৮, সূরা হাশর এর ১৮ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

(পারা ২৮, হাশর, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ্**কে ভয় করো, এবং প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে,

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত রয়েছে: নিজের হিসাব করে নাও, এর পূর্বে যে, তোমার হিসাব নেয়া হবে এবং ভাবো যে, তুমি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পেশ করার জন্য নেক আমলের ভান্ডার কতটুকু জমা করেছো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, পারা ২৮, ১৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১০৬)

হাদীসে মোবারাকায় **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্যবার আমলের হিসাব নেয়ার উৎসাহ প্রদান করেছেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

ফিক্‌রে মদীনা সম্পর্কে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী:

১. ইরশাদ করেন: যখন তুমি কোন কাজ করতে চাও, তবে এর পরিনতি সম্পর্কে ভেবে নাও, যদি তা ভাল হয় তবে করে নাও এবং যদি এর পরিনতি মন্দ হয় তবে তা করা থেকে বিরত থাকো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ২য় অংশ, ৩/৪৪, হাদীস নং-৫৬৭৩)

২. বুদ্ধিমানের জন্য একটি সময় এমন হওয়া উচিৎ, যাতে সে নিজের নফসের হিসাব করবে। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তা'দিদ নে'মুল্লাহ্..., ৪/১৬৪, হাদীস নং-৪৬৭৭)

৩. (আখিরাতের বিষয়ে) মুহুর্ত পরিমান চিন্তা ভাবনা করা, ষাট (৬০) বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, আত তাফকুর, ৩/৪৮, হাদীস নং-৫৭০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, কুরআনে করীম ও হাদীসে মোবারাকায় আমলের হিসাব করার কিরূপ উৎসাহ দেয়া হয়েছে, সুতরাং যদি আমরা চাই যে, আমাদের **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে যাক, আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান ও অপদস্ততা এবং লজ্জা থেকে বেঁচে যাই, জাহান্নাম থেকে মুক্তি

www.dawateislami.net

পেয়ে যাই এবং জান্নাতে ঠিকানা হয়ে যায় তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের মৃত্যুর প্রতি উদাসীন হওয়া এবং বড় বড় আশা করার পরিবর্তে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা (আমলের হিসাব) করার অভ্যাস গড়ে নিই। কেননা, আমাদের এখনই সুযোগ রয়েছে, আমাদের জীবনে নিশ্বাসের ধারাবাহিকতা এখনো চলমান, মৃত্যুর ফিরিশতা এখনো তাশরিফ নিয়ে আসেনি, অনুভূতি এবং বিবেক সব নিরাপদ রয়েছে, কিন্তু যেদিন নিঃশ্বাসের মালা ছিড়ে যাবে, মৃত্যুর ফিরিশতা এসে গেলে লাখো চেষ্টা করেও আমরা কিছুই করতে পারবো না এবং তখন শুধু আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: হে লোকেরা! নিজের আমলের হিসাব করে নাও, এর পূর্বে যে, কিয়ামত এসে যাবে এবং এর হিসাব নেয়া হবে। **(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৫/১২৮)**

আসুন! এবার আমলের পরিসংখ্যান এর পরিচয় শ্রবণ করি, যেন এর মাধ্যমে আমরা আরো উত্তম পদ্ধতিতে নিজের আমলের হিসাব করাতে সফল হয়ে যাই।

আমলের পরিসংখ্যান কি?

হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব **“ইহ্‌ইয়াউল উলুম”** এ বলেন: আমলের আধিক্য ও সংখ্যায় বৃদ্ধি এবং ক্ষতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করাকে আমলের পরিসংখ্যান বলা হয়, সুতরাং যদি বান্দা নিজের সারা দিনের আমলকে চোখের সামনে রাখে, যাবে এর কম বেশীর ব্যাপারে জানা হয়ে যায়, তবে এটিই হচ্ছে আমলের পরিসংখ্যান। **(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৫/৩১৯)**

ফিক্‌রে মদীনা কাকে বলে?

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আমাদেরকে নিজের আমলের হিসাব করার মানষিকতা দিয়েছেন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে নিজের আমলের হিসাব করাকে **“ফিক্‌রে মদীনা”** বলে থাকে। ফিক্‌রে মদীনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ তার পরকালের ব্যাপারে নিজের চলমান জীবনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, যে কাজ তার আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে পারে, তার সংশোধন করার চেষ্টা করা এবং যে কাজ

www.dawateislami.net

পরকালিন ব্যাপারে উপকারী মনে হয়, তাতে আরো উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দৃঢ়তার সহিত ফিক্‌রে মদীনা করাতে অনেক বরকত অর্জিত হয়, একারণেই বুযুর্গানে দ্বীনরা দৃঢ়তার সহিত ফিক্‌রে মদীনা (নিজের আমলের হিসাব) করতেন এবং এতে কোন ভাবেই উদাসীনতা অবলম্বন করতেন না।

সায়্যিদুনা ফারুকে আযমের ফিক্‌রে মদীনা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (নিজের আমলের হিসাব করতেন) রাতে পায়ে চাবুক মেরে বলতেন: বলো! আজ তুমি "কি কাজ" করেছো? **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩৫৮)**

সর্বদা ফিক্‌রে মদীনা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাসেননি। বর্ণনাকারী বলেন যে, যখনি আমি তাঁকে বসা অবস্থায় দেখতাম, মনে হতো যেন বন্দি অবস্থায় আছেন, গর্দান উড়ানোর জন্য আনা হয়েছে, যখন তিনি কথা বলতেন, মনে হতো যেন আখিরাতকে দেখছেন এবং তা দেখে দেখেই আমাদের বলছেন এবং যখন চুপচাপ থাকতেন, এমন মনে হতো যেন তার চোখের সামনে আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে। যখন তাঁকে এভাবে ভীত থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: আমি এই বিষয় সম্পর্কে নির্ভয় নই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** যদি আমার অনেক অপছন্দনীয় আমল সম্পর্কে জেনে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ইরশাদ করেন: "যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।" (তবে) এমতাবস্থায় আমার সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৫৫৫-৫৫৬)**

নফসের পরিসংখ্যানের অসাধারণ পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম তাঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: একবার আমি এরূপ ধারনা করলাম যে, আমি জান্নাতে রয়েছি, সেখানকার ফল খাচ্ছি, সেখানকার নদী থেকে সূধা পান করছি এবং হুরদের সাথে সাক্ষাৎ করছি, এরপর আমি এই ধারণা করলাম যে, আমি জাহান্নামে রয়েছি, আগুনের শিখলে বন্দী রয়েছি, তিক্ত (কাঁটাযুক্ত গাছ) খাচ্ছি এবং দোযখীদের পুঁজ পান করছি। অতঃপর আমি আমার নফসকে

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার এই দু'টির মধ্যে কোনটি পছন্দ? নফস বললো: আমার ইচ্ছা হলো যে, দুনিয়ায় গিয়ে নেক আমল করে এসো, তখনি আমি তাকে বললাম যে, এখনো তো তোমার সুযোগ রয়েছে, সুতরাং ভালভাবে নেক আমল করে নাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৫৪৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা এই নেক বান্দাদের সদকায় আমাদের নেক বানিয়ে দিন এবং আহ! আমরা যেন সুধরে যাই।

ইলাহী রহম ফরমা মে সুধরনা চাহতা হোঁ আব
নবী কা তুঝ কো সদকা মে সুধরনা চাহতা হোঁ আব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের ফিক্‌রে মদীনা (নফসের হিসাব) করার উৎসাহ কিরূপ ভরপুর ছিলো, সেই মোবারক ব্যক্তিদের নিকট ফিক্‌রে মদীনার (নফসের হিসাব নেয়ার) কিরূপ গুরুত্ব ছিলো যে, সর্বদা নিজের আমল সম্পর্কে ভাবনায় থাকতেন, জানি না আমার এই কাজ **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কবুল হয়ে আমার ক্ষমার উপায় হবে, নাকি অগ্রহণযোগ্য হয়ে আমার ধ্বংসের কারণ হবে। একটু ভাবুন তো! যখন এসব **আল্লাহ্‌র** পছন্দনীয় বান্দাদের এরূপ দৃঢ়তার সহিত ফিক্‌রে মদীনা করতেন তবে আমরা গুনাহগারদের ফিক্‌রে মদীনা করা কিরূপ জরুরী। ফিক্‌রে মদীনা করার গুরুত্ব এবং না করার ক্ষতি কি? এর উদাহরণ এভাবে বুঝে নিন! যেমনভাবে দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সম্পর্কীত কোন ব্যক্তি তখনি সফল ব্যবসায়ী হতে পারবে, যখন সে নিজের খরচ করা সম্পদ থেকেও কয়েকগুন বেশী লাভ করতে পারবে এবং তার আসল মূলধনও নিরাপদ থাকে। এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য নিজের ব্যবসায় প্রতিদিন, মাসিক ও বাৎসরিক হিসাব নিকাশ করে থাকে, অতঃপর এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শুধু মৌখিকভাবে চিন্তা ভাবনা করে না বরং তা লিখিত ভাবে সংরক্ষণও করে রাখার চেষ্টা করে থাকে, যেখানে কোন প্রকার ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তা ঠিক করে নেয় এবং যা কিছু লাভবান হওয়াতে প্রতিবন্ধক হয় তা দূর করে। যদি সে তার ব্যবসায়ীক বিষয়ে হিসাব নিকাশ না করে তবে তার লাভ হওয়া তো দূর, উল্টো ক্ষতির সম্মুখিনও হতে হয় এবং যদি এই ক্ষতির পরও **"খরগোশের ঘুম"** (অর্থাৎ উদাসীনতার গভীর ঘুম) থেকে জাগ্রত

www.dawateislami.net

না হয় তবে এমন একদিনও আসবে যে, তার আসল মূলধনও আর অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে এক এক পয়সার ভিখারী হয়ে যাবে। ঠিক এমনিভাবে যে ব্যক্তি **"আখিরাতের ব্যবসায়"** লাভবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষী হয়, তারও উচিৎ যে, নিজের কৃত আমলের প্রতি চিন্তা করা, যে আমল তাকে লাভবান করতে সহায়ক হবে, তা আরো উত্তমভাবে করা এবং যে কাজ লাভবান হওয়াতে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, তা ছেড়ে দেয়া, যে ব্যক্তি এভাবে নিজের হিসাব অব্যাহত রাখবে, সে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রদত্ত ক্ষমতায় সফলতার শিখরে পৌঁছে এবং লাভ স্বরূপ اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব হবে এবং যদি এরূপ করার পরিবর্তে **"উদাসিনতার ঘুমের"** শিকার হয়ে যায় তবে সে ক্ষতিতেই থাকবে, যার ফলশ্রুতিতে জাহান্নামে প্রবেশের সম্মুখিন হতে পারে। (وَالْعِيَاذُ بِاللهِ)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সহজ এবং উত্তম পদ্ধতিতে ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব) করার ব্যাপারে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রসংশার যোগ্য এবং অনুসরনীয়, তিনি এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সহজভাবে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সমৃদ্ধ শরীয়াত ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি **"মাদানী ইন্‌আমাত"** নামে প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, দ্বীনি ছাত্রদের জন্য ৯২টি, দ্বীনি ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নিদের জন্য ৪০টি, বিশেষ (অর্থাৎ বোবা, বধির) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইন্‌আমাত প্রদান করেছেন।

মাদানী ইন্‌আমাতের আমলকারীদের জন্য আত্তারের দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইন্‌আমাতের ধারাবাহিকতা কেন শুরু করেছেন, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "মাদানী কাজে উন্নতি, চারিত্রিক সংশোধন ও তাকওয়া অর্জনের কারণেই আমি **"মাদানী ইন্‌আমাত"** এর ধারাবাহিকতা শুরু করেছি। (জান্নাতকে তলবগারোঁ কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা, ৫২ পৃষ্ঠা) যখন আমি জানতে পারি যে, অমুক ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন **"মাদানী ইন্‌আমাত"** এর উপর আমল করে, তবে মন খুশিতে ভরে যায় অথবা যখন শুনি যে,

www.dawateislami.net

অমুক ব্যক্তি মুখ ও চোখের বা এর মধ্য হতে যেকোন একটির উপর **“কুফলে মদীনা”** লাগিয়েছে তবে অজানা অনুভূতি ও শান্তি অনুভব হয়।” **“মাদানী ইন্আমাত”** অনুযায়ী আমলকারীদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর দোয়া দ্বারা কিভাবে ধন্য করছেন, আসুন! আমরাও শ্রবণ করি: “**আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারার সদা প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় মুচকি হাসিতে রাখুক, কখনো যেন আপনার খুশি শেষ না হয়, জীবন ও মরন, বরযখ ও সাকরাত (অন্তিম মুহুর্ত) এবং কিয়ামতের কঠিন মুহুর্ত সকল জায়গায় উল্লাসিত এবং আনন্দ নসীব করুক, **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে এবং আপনার পুরো পরিবারকে ক্ষমা করুক, জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনাকে **আপন প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করুক।

(জান্নাতকে তলবগারোঁ কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইন্আমাতের আমলকারীদের জন্য বিলায়তের দোয়া করত গিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে আরয করেন:

তু ওলী আপনা বানালে ইস কো রব্বে লাম ইয়া যাল,
“মাদানী ইন্আমাত” পর করতা হে জু কোয়ী আমল।

মাদানী ইন্আমাতের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “মাদানী ইন্আমাত” এর মহান উপহারটি শুধু আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى স্মরণ করিয়ে দেয় না বরং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ফিক্রে মদীনা করার একটি উত্তম উপায়ও বটে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইন্আমাতের উপর আমলের বরকতে অনেক ইসলামী ভাই আত্তারের দোস্ত, অনেকে আত্তারের পেয়ারা, অনেকে মাহবুবে আত্তার এবং অনেকে তো আত্তারের মনজুরে নযরও হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, এই মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করে আমরা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মহান উৎসাহ অর্জন করতে পারি, মাদানী ইন্আমাতের রিসালা খুলে এতে দেয়া প্রশ্নের উত্তরে নিজেই “হ্যাঁ” অথবা “না” এর মাধ্যমে নিজের আমল ভাল মন্দ হওয়ার কৈফিয়ত নিয়ে নিজের ভূলগুলো সুধরে নিতে পারে। যেন এই মাদানী ইন্আমাত আমাদেরকে প্রতিদিন নিজেরই প্রতিষ্ঠিত আমল পরিসংখ্যানের আদালতে উপস্থিত করে নিজের বিবেক দ্বারাই বিচার করায় এবং আমাদের নিজের সংশোধন ও মুক্তির সুযোগ করে

www.dawateislami.net

দেয়। আসলে এই মাদানী ইন্‌আমাত জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল করতে এবং জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার আমল থেকে বাঁচার উৎসাহের সমষ্টি। যেন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের আমলী অবক্ষয় দেখে করে আমাদের সংশোধনের এক আকর্ষনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেন আমরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ফিক্‌রে মদীনার উপর অটল থাকতে পারি। একারণেই অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন ঘুমোনোর পূর্বে **"ফিক্‌রে মদীনা"** করে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালায় দেয়া খালিঘর পূরণ করে থাকে, যার বরকতে নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথের প্রতিবন্ধকতা **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে দূর হয়ে যেতে থাকে, সুন্নাতের অনুসরন করতে, গুনাহকে ঘৃণা করতে এবং ঈমান হিফাযতেরও মন মানষিকতা সৃষ্টি হয়।

"ফিক্‌রে মদীনা" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফিক্‌রে মদীনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য, ফিক্‌রে মদীনার উপর স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য, সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার জন্য এবং ঈমান হিফাযতের প্রেরণা পেতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **১৬৬** পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফিক্‌রে মদীনা"** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। এই কিতাবে ফিক্‌রে মদীনা (আমলের পরিসংখ্যান করার) আবশ্যকতা ও গুরুত্ব, এর উপকারীতা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিসংখ্যান করার প্রমাণ এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের ফিক্‌রে মদীনার ঘটনাবলী বর্ণনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফিক্‌রে মদীনা করার ব্যবহারিক পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি রিসালা পাঠ করাও অনেক উপকারী, একটি হচ্ছে **"নেককার হওয়ার পদ্ধতি"** অপরটি হচ্ছে **"আমি সংশোধন হতে চাই"**। সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, এই কিতাবটি আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

www.dawateislami.net

মুক্তির উত্তম মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইন্‌আমাত সম্পর্কে যদি এরূপ বলা হয় যে, এটি মুক্তির পথে চলার একটি উত্তম মাধ্যম, তবে সম্ভবত ভূল বলা হবে না। কেননা, এর মধ্যে কতিপয় মাদানী ইন্‌আমাত ফরয সম্পর্কীত, কতিপয় ওয়াজিব সম্পর্কীত এবং কতিপয় সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্পর্কীত আর নিঃসন্দেহে এই সকল কাজ পরকালিন মুক্তির উপায়, আসুন! এর মধ্য হতে কতিপয় মাদানী ইন্‌আমাত সম্পর্কে শ্রবন করি।

মাদানী ইন্‌আম নম্বর ১: "আপনি কি আজ কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিয়েছেন? এছাড়া কমপক্ষে দু'জনকে এই ব্যাপারে তারগীব (উৎসাহ) দিয়েছেন কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ভাল নিয়্যত করা এমন একটি কাজ, যা মেহনতের প্রেক্ষিতে একেবারে হালকা, কিন্তু প্রতিদান ও সাওয়াবের প্রেক্ষিতে অনেক বড়। এজন্য আমাদের উচিৎ যে, প্রত্যেক নেক কাজে পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া, এমনকি খাবার পূর্বে, পান করার পূর্বে, ঘুমানোর পূর্বে, পোশাক পরিধানের পূর্বে এবং বিয়ে করতেও ভাল ভাল নিয়্যত অর্ন্তভূক্ত হওয়া উচিৎ। যেমন; খাবার দাবারে **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্যের শক্তি অর্জন করার নিয়্যত হওয়া। পোশাক পরিধানের সময় এই নিয়্যত হওয়া যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে নিজের গোপনীয় বস্তু লুকানোর আদেশ দিয়েছেন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র নেয়ামত প্রকাশের নিয়্যত হওয়া। ঘুমানোর এটাই উদ্দেশ্য হওয়া, যে ইবাদত **আল্লাহ্ তাআলা** ফরয করেছেন, তা আদায় করাতে সাহায্য অর্জিত হবে। বিয়ে করাতে সংযমশীলতা অর্জন এবং হারাম থেকে বাঁচার নিয়্যত হওয়া। আসুন! বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তিতে নিয়্যতের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কীত কতিপয় উপদেশমূলক বাণী শ্রবণ করি:

বুযুর্গানে দ্বীন থেকে বর্ণিত: অধিকাংশ ছোট আমলকে তার নিয়্যতই বড় করে দেয় এবং অনেক বড় বড় আমল নিয়্যতের কারণে ছোট হয়ে যায়। (কু'তুল কুলুব, ফসলুস সামিন ওয়া সালাসুন..., ২/২৬৮) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমলে স্তম্ভ হচ্ছে নিয়্যত, আমল নিয়্যতের মুখাপেক্ষী, যেন এর কারণে উত্তম হয়ে যায়, যেহেতু নিয়্যত নিজেই বরকতময়, যদিওবা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে

www.dawateislami.net

আমল কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২২৩) হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আগেকার লোকেরা কাজের জন্য এভাবে নিয়্যত করা শিখতেন, যেভাবে কাজ শিখতেন। কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বলেন: আমলে পূর্বে এর নিয়্যত শিখো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নেকীর নিয়্যতে থাকবে, কল্যানের উপরই থাকবে।

(কু'তুল কুলুব, ২/২৬৮)

আচ্ছি আচ্ছি নিয়্যতোঁ কা হো খোদা জযবা আতা,
বান্দায়ে মুখলিস বানা কর আফউ মেরী হার খাতা। (নেকীর দাওয়াত, ৯৬ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দোয়া করছেন: **হে আল্লাহ্**! আমাকে ভাল ভাল নিয়্যত করার উৎসাহ প্রদান করো, আমাকে তোমার একনিষ্ঠ বান্দা বানাও এবং আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

ভাল নিয়্যতের জন্য রব্বুল আনামের পক্ষ থেকে উপহার

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন"** এর ৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: বর্ণিত আছে; বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দূর্ভিক্ষের যুগে বালির একটি টিলার পাশ দিয়ে গমনকালে মনে মনে বললো: যদি এই বালি খাবার হতো, তবে আমি তা মানুষের মাঝে সদকা করে দিতাম। **আল্লাহ্ তাআলা** সেই যুগের নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, তাকে বলো! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার সদকা কবুল করে নিয়েছেন এবং ভাল নিয়্যতের কারণে তোমাকে এতই সাওয়াব দান করেছেন যে, যতটুকু সেই সময় পেতে, যখন এই বালি খাবার হতো এবং তুমি তা সদকা করে দিতে। (কু'তুল কুলুব, ২/২৬১)

আচ্ছি আচ্ছি নিয়্যতোঁ কা হো খোদা জযবা আতা
বান্দায়ে মুখলিস বানা কর আফউ মেরী হার খাতা

"ছুটির দিনের ইতিকাফ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণী এবং কাহিনী থেকে নিয়্যতের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানা যায়, সুতরাং প্রত্যেক নেক ও জায়িয কাজের পূর্বে কিছু না কিছু ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিৎ যেন আমরা ভাল নিয়্যতের বরকত অর্জনে সফল হয়ে যাই। প্রত্যেক জায়িয কাজে ভাল নিয়্যত করার মানষিকতা

www.dawateislami.net

অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং সুন্নাতের অনুসারী হতে ১২টি মাদানী কাজে নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "ছুটির দিনের ইতিকাফ"। **"ছুটির দিনের ইতিকাফ"** এ যেহেতু অধিকাংশ সময় মসজিদেই অতিবাহিত হয়, এতে মসজিদও আবাদ হয়, প্রতিটি মুহুর্ত ইবাদতে অতিবাহিত করারও সৌভাগ্য অর্জিত হয়, মসজিদকে ভালবাসা এবং এতে নিজের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করার অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমনটি:

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাইদ খুদুরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, সে মসজিদে অধিকাংশ সময় আসা যাওয়াতেই থাকে, তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

(পারা ১০, আত তাওবা, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্র মসজিদ সমূহের তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ্** ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'জা ফি হুরমাতিস সালাত, ৪/২৮০, নম্বর-২৬২৬)

মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করার বরকত

বাবুল মদীনা (করাচী) এর পুরানা গলিমার্ডিশন "ফয়যে মুর্শিদ" এলাকার এক ইসলামী বোনের লিখিত বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার কারণ কিছুটা এরূপ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত নেককার হওয়ার উপায় "মাদানী ইন্আমাত" এর রিসালা উপহার স্বরূপ দিলো এবং এটা পাঠ করতে ও প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করার উৎসাহ প্রদান করলেন। আমি নিয়্যত করে নিলাম যে, প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা অবশ্যই পূরণ করবো। আমি যখন মাদানী ইন্আমাতের রিসালায় প্রদত্ত

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলী পাঠ করি তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। কেননা, এতে এমন নেকীর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে আমি একেবারে উদাসীন ছিলাম। এরপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করাকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিলাম, যার বরকতে আমার নিয়মিত নামাযের অভ্যাস নসীব হলো, নেকীর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হলো এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানষিকতা তৈরী হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই লিখাটি লিখাবস্থায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগা হিসেবে মাদানী কাজের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। **আল্লাহ্ তাআলা** আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উপর তাঁর বিশেষ রহমত দান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতি দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সহিত মসজিদের প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে আদায় করার মানষিকতা প্রদান করার জন্য একটি মাদানী ইন্আম এটাও দিয়েছেন: **"আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম কাতারে, প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করেছেন? প্রত্যেকবার যে কোন একজন ইসলামী ভাইকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?"**

এই মাদানী ইন্আম (উপহার) সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"নেককার হওয়ার উপায়"** এর ১১ পৃষ্ঠায় বলেন: "শুধুমাত্র এই একটি মাদানী ইনআমের উপর যদি কেউ সঠিকভাবে আমল করে তবে তার তরী পার হয়ে যাবে।" আসুন! এই মাদানী ইন্আম এর উপর আমল করার নিয়্যতে নামায আদায়ের ফযীলত শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, যেই মুসলমানের নিকট ফরয নামাযের সময় আসলো এবং নামাযের জন্য ভালভাবে ওযু করলো আর তা বিনয় ও নম্রভাবে এবং বিশুদ্ধ রুকু সহকারে আদায় করলো, তবে এই নামায তার পূর্বের গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ না করে এবং এই আমল জীবনভর অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ সেই নামায তার গুনাহের কাফফারা হতে থাকবে।

(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, ১৪২ পৃষ্ঠা, নম্বর-২২৮)

প্রথম কাতারের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী ইনআমে প্রথম কাতারে নামায আদায়ের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যার সম্পর্কে হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: যদি মানুষেরা এটা জেনে যায় যে, আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে নামায আদায়ের কিরূপ প্রতিদান রয়েছে আর তাদের লটারী ব্যতীত এই সৌভাগ্য অর্জিত হবে না, তবে এর জন্য অবশ্যই লটারী করতো। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৭)

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আপনারা দেখলেন তো! নামায কিরূপ মহান ইবাদত, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান বিনয় ও নম্রতা সহকারে তা আদায় করতে সফল হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে নামায আদায়ের এই প্রতিদান দান করেন যে, তার নামাযকে সারা জীবনের জন্য তার গুনাহের স্বরূপ বানিয়ে দেয়। যদি আমরা আমাদের বুযুর্গদের জীবনোপায় সম্পর্কে অধ্যয়ন করি, তবে জানা যাবে যে, এই নেক লোকেরা অসুস্থতার মাঝেও মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং জামাআত সহকারে নামায আদায় করা থেকে উদাসীন হতেন না। যেমনটি:

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নাতি হযরত সায়্যিদুনা আ'মের رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছিলেন, তখনই মাগরীবের আযান শুরু হয়ে গেলো, তিনি বললেন: আমার হাত ধরো! (এবং আমাকে মসজিদে পৌঁছিয়ে দাও) আরয করা হলো: আপনি অসুস্থ! বললেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ডাক শুনেছি এবং তা মান্য করবো না! (অর্থাৎ এরূপ করা আমি সহ্য করতে পারবো না) সুতরাং তাঁর হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসা হলো এবং তিনি মাগরীবের জামাআতে শরীক হয়ে গেলেন, তখনো এক রাকাত আদায় করেছেন যে, তাঁর রূহ শরীর থেকে বের হয়ে গেলো। (সীয়রে আ'লামুন নিবালা, আ'মের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যুবের বিন আওয়াম, ৬/৫২)

মউত ঈমান পে দেয় মদীনে মে, অউর মাহমুদ আ'কিবাত ফরমা।
তু শরফ যেয়রে গুম্বদে খাযরা, মুঝ কো মরনে কা মরহামত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

মাদরাসাতুল মদীনার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে সেই লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, যারা অসংখ্যবার নামায আদায়ের ফযীলত এবং না পড়ার শাস্তি পড়ে ও শুনার

www.dawateislami.net

পরও শুধু অসুস্থ অবস্থায় নয় বরং সুস্থ অবস্থায়ও নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুত নয়, এমনকি অনেকে তো সামান্য মাথা ব্যথা এভং সর্দি কাশির কারণেও নামায ছেড়ে দেয়, সুতরাং নিজেকে নামাযের অভ্যস্থ করুন এবং নিজের সন্তানদেরও নামায ও সুন্নাতের অব্যস্থ করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদের প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) নামে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সঠিক উচ্চারণ সহকারে কুরআনে করীম পড়ানো হয়, সুন্নাতের উপর আমলকারী বানানো হয়। আপনিও আপনার সন্তানকে তাজবীদ ও কিরাত সহকারে কুরআনে করীমের শিক্ষা দিতে, চারিত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নেক বানাতে এবং তাদেরকে আপনার জন্য সদকায়ে জারীয়া বানাতে মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন।

এই পর্যন্ত প্রায় ৬৯১০০ (উনসত্তর হাজার একশত) জন মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নী কুরআনের হিফয এবং প্রায় ১৯৫২৪২ (এক লক্ষ পচাঁনব্বই হাজার দুই শত বিয়াল্লিশ) জন নাজেরায়ে কুরআন পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, প্রতি বছর রমযান মাসে তারাবীহতে হাজারো হাফিয কুরআনে করীম শুনার/শুনানোর সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

আতা হো শওক মাওলা মাদরাসা মে আনে যানে কা,
খোদায়া যওক দেয় কুরআন পড়নে কা পড়ানে কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেমনিভাবে নিজেই লাজ-লজ্জার অনুসারী এবং চোখের হিফাযতের ব্যাপারে অনেক সচেতন, তেমনি মাদানী ইন্‌আমাতের মাধ্যমে নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী এবং সম্পর্কীতদের লজ্জাশীল বানানোর জন্য এবং চোখের হিফাযতের মানষিকতা প্রদানে চেষ্টা করেছেন, যেমনটি **মাদানী ইন্‌আম নম্বর ৩৭ হচ্ছে: "আপনি কি আজ নিজ ঘরের বারান্দা হতে (অপ্রয়োজনে) বাইরে, এমনকি অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন?"**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে অনেক লোক ঘরের দরজায় বেপরোয়াভাবে উঁকি দেয়ার আপদে লিপ্ত দেখা যায়, যদিও দরজা খোলা না থাকে তবে লাফিয়ে লাফিয়ে উকিঁ মারে, ছিদ্র দিয়ে উকিঁ মারে, জানালা দিয়ে উকিঁ মারে, পর্দা সরিয়ে উকিঁ মারে এবং এই বিষয়ে একেবারে পাত্তা দেয় না যে, কে কোন অবস্থায় নিজের ঘরে বসে আছে। মনে রাখবেন! কারো ঘরে উকিঁ মারা শরীয়াতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

হুযুর, তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা মূলক ইরশাদ হচ্ছে: "যে অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর দৃষ্টি দেয় এবং ঘরের অধিবাসীদের সতর দেখে, তবে সে এমন কাজ করলো যা তার জন্য হালাল নয়, এমনকি সে দেখার সময় যদি কেউ এসে তার চোখ উপড়ে দেয়, তবে এতে আমি তাকে (অর্থাৎ চোখ উপড়ানো ব্যক্তিকে) লজ্জায় ফেলবো না। যদি কেউ এমন দরজার পাশ দিয়ে গমন করলো, যার উপর কোন পর্দা ছিলো না এবং তা খোলা অবস্থায় ছিলো, সুতরাং সে অজান্তে দেখে তবে এতে তার কোন গুনাহ নাই বরং ভূল ঘরের অধিবাসীদেরই।" (তিরমিযী, কিতাবুল ইস্তিযান ওয়াল আদাব, ৪/৩২৪, হাদীস নং-২৭১৬) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদীসের বাক্য "তাকে লজ্জায় ফেলবো না" এর আলোকে বলেন: অর্থাৎ চোখ উপড়ানো ব্যক্তিকে না কোন শাস্তি দেবো, না নিন্দা করবো। কেননা, এখানে দোষী সেই উকিঁ মারা ব্যক্তির, (মনে রাখবেন!) হানাফি মতাবলম্বিদের নিকট এই মহান বাণী সতর্কতা স্বরূপ, নয়তো চোখ উপড়ানো ব্যক্তি থেকে চোখের কিসাস অবশ্যই নেয়া হবে, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: চোখ তো চোখের পরিবর্তেই উপড়ানো যায়, উকিঁ মারার কারণে নয়।

(মীরাতুল মানাজিহ, ৫/২৫৭)

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা অন্যের ঘরে উকিঁ মারাকে কিরূপ দোষনীয় জানতেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি,

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا নিজের এক অধিনস্থের সাথে কারো ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন তার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তার সাথী এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বললেন: যদি তোমার দু চোখ উপড়ানো হতো তবে তোমার জন্য ভালো হতো।

(আল আদাবিল মুফরিদ, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩০৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! বিনা প্রয়োজনে ঘরে উকিঁ মারা কিরূপ ধ্বংসময়, সুতরাং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই আপদ থেকে নিজেকে বাঁচান, নিজের পরিবার এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও বাঁচার উৎসাহ দিন, এজন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ধ্বংসশীল রোগ থেকে দূরত্ব নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইন্‌আমাতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দোষ ত্রুটি এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করারও উৎসাহ দিয়েছেন, যেমনটি **৪২ নম্বর মাদানী ইনআমে বলেন: "আজকে আপনি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তা গোপন রেখেছেন নাকি (শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া) তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিয়েছেন? এছাড়াও কারো গোপন বিষয় (তার অনুমতি ছাড়া) অপরজনকে বলে দিয়ে খিয়ানত তো করেননি?"**

সাধারণত অনেক লোকের এই অভ্যাস রয়েছে যে, তারা মুসলমানের দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করতে থাকে এবং যখন সেই মন্দ উদ্দেশ্যে সফল হয়ে যায় তবে সুযোগ বুঝে মানুষের সামনে তার ত্রুটি বলে দেয়। এমনিভাবে অনেক পেটে কথা রাখতে পারে না এমন লোকের মন্দ স্বভাবই হচ্ছে যে, কেউ তার উপর যতই বিশ্বাস করে নিজের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে বলে এবং অন্য কাউকে না বলার প্রতি সতর্ক করেও দেয়, কিন্তু এই লোক অভ্যাস বশতঃ সবার সামনে তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় এবং সম্মান ক্ষুন্ন করে দেয় আর কাউকে মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়ে। মানুষের দোষ ত্রুটি বলে বেড়ানো এবং তাদের গোপনীয়তা ফাঁসকারী দুনিয়াতেও অপমানিত হয় এবং আখিরাতেও অপদস্থতা তাদের ভাগ্যে পরিণত হবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

মুসলমানদের দোষ অন্বেষন করার শাস্তি

১. ইরশাদ হচ্ছে: হে লোকেরা! যারা মুখে তো ঈমান আনয়ন করেছো, কিন্তু তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি! মুসলমানদের গীবত এবং তাদের দোষ

www.dawateislami.net

অন্বেষণ করো না। কেননা, যে মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন এবং **আল্লাহ্ তাআলা** যার দোষ প্রকাশ করে দেন, তাকে অপদস্থ করে দেন, যদিবা সে নিজের ঘরেও থাকে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাহরিমী এ'রায়ুন নাস, ৫/২৯৬, হাদীস নং-৬৭০৪)

২, ইরশাদ হচ্ছে: বিদ্রুপ করা, গীবত ও চুগলখোরী করা এবং নিরাপরাধ লোকের দোষ অন্বেষণকারীকে **আল্লাহ্ তাআলা** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, আত তারহীব ফিন নামিমা, ৩/৩৯৫, হাদীস নং-৪৩৩৩)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যখন দু'ব্যক্তি পরস্পর একে অপরকে গোপন বিষয়ে বিশ্বস্থ বানায়, তবে একে অপরের গোপনীয়তা ফাঁস করা জায়িয নাই, যা ফাঁস হওয়াতে অপরের অপছন্দনীয় হয়। (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-১১১৯১, ৭/৫২০)

না থি হাল কি জব আপনি খবর রহে দেখতে আউরোঁ কে এয়ব ও হুনর
পড়ে আপনি বুরাইয়োঁ পে জু নযর তো নিগাহোঁ মে কোয়ী বুড়া না রাহা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইন্‌আমাতের মাধ্যমে যেমনিভাবে ফরয ও ওয়াজিবের উপর অটলতা অর্জন হয়, তেমনিভাবে নিজের মাঝে বিদ্যমান সামাজিক এবং চারিত্রিক দূর্বলতাকে দূর করার সুযোগও অর্জিত হয়, সুতরাং যদি আমরা সঠিকভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্য, সত্যিকার আশিকে রাসূল এবং আমলদ্বারা মুসলমান হতে চাই তবে আমাদের শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত মাদানী ইন্‌আমাতকে অবশ্যই গ্রহণ করে নেয়া উচিৎ, এই মাদানী ইন্‌আমাত মুক্তির পথে নিয়ে যাবে, এই মাদানী ইন্‌আমাত নেককার হওয়ার উত্তম মাদানী উপায় এবং এই মাদানী ইন্‌আমাত বিশেষ করে গুনাহের জন্য উত্তম ঔষধ স্বরূপ। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি মাদানী ইন্‌আমাতকে ভালবাসি, যদি আপনি **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সত্য অন্তরে এটি গ্রহণ করে এর উপর আমল শুরু করে দেন, তবে জীবিত অবস্থায় অনেক তাড়াতাড়ি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকত দেখবেন। আপনার اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হৃদয়ের প্রশান্তি নসীব হবে, বাতিনের পরিছন্নতা নসীব হবে, খোদাভীতি ও ইশকে রাসূলের ঝর্ণাধারা আপনার হৃদয়ে পরিস্ফুটিত হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ আশ্চার্যজনক

www.dawateislami.net

ভাবে বেড়ে যাবে। যেহেতু মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়, সুতরাং শয়তান আপনাকে অনেক অলসতা প্রদান করবে, বিভিন্ন ধরনের টাল বাহানা করবে, আপনার মন বসবে না, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না, اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ মন বসে যাবে।

এ্যয় রযা হার কাম কা এক ওয়াক্ত হে,
দিল কো ভি আ'রাম হো হি জায়ে গা। (হাদায়িকে বখশীশ, ৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মাদানী ইন্‌আমাতের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করা, মূলত কুরআন ও হাদীসের কতিপয় আদেশ এবং বুযুর্গদের আচার আচরণের উপরই আমল করা, এর উপর আমলের এতই বরকত যে, যার অনুমান করা যাবে না। যেমন ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে নেক এবং জায়িয কাজে ভাল ভাল নিয়্যত করে সাওয়াব বাড়ানোর সুযোগ হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে ফরয ও ওয়াজিবে অর্থাৎ নামায আদায় এবং নিয়মিত জামাআতের অনুসরণ নসীব হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে নফল রোযার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে ওযীফা পাঠের উপর অটলতা নসীব হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব পাঠ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে কুরআনে পাক শিখা, প্রতিদিন তিন আয়াতের তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে বুঝার সুযোগ হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা, অপবাদ, গালি-গালাজ, মিথ্যা, চুগলখোরী, ওয়াদা খেলাফী, বিদ্রুপ ও মনে কষ্ট দেয়া, অট্টহাসি, হিংসা, অহঙ্কার, কপটতা, লৌকিকতা এবং আত্মসাৎ এর মতো অসামাজিক, দুশ্চারিত্রিক এবং শরীয়াত বিরোধী কাজ কর্মের প্রতি ঘৃণা অর্জিত হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ❀ মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করাতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

মাদানী ইন্আমাতে রব্বুল আনামের সন্তুষ্টি মূলক কাজের বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান, আত্তারের দোস্ত কে? আত্তরের পেয়ারা কাকে বলে? আত্তারের মনজুরে নযর কিভাবে হওয়া যায়? মাহবুবে আত্তার হওয়ার জন্য কি করতে হবে? এসব কিছু জানার জন্য একবার **"মাদানী ইন্আমাত"** রিসালাটি অবশ্যই অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মাদানী ইন্আমাতের মাদানী সৌরভের ঝলক পেশ করা হলো, আপনি একটিবার মাদানী ইন্আমাতের রিসালা সংগ্রহ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে নিন, তবে আপনি সম্ভবত এরূপ বলতে বাধ্য হবেন যে, "মাদানী ইন্আমাত তো একজন মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা, বাহ! কি অপরূপ মাদানী ইন্আমাত!!!!"

আসুন! আমরা সবাই একসাথে নিয়্যত করে নিই যে, ❖ ফয়যানে মাদানী ইন্আমাত থেকে অংশ পেতে প্রতিমাসে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা সংগ্রহ করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ❖ একটি সময় নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ❖ প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নিজের যিম্মাদারকে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা জমাও করাবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাদানী ইন্আমাত কে আ'মিল পে হার দম হার গড়ি
ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতোঁ কি তু ঝাড়ি

আত্তারের চিঠি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ রজবুল মুরাজ্জব মাস সামনে আগমণ করছে, সুতরাং এসম্পর্কীত আমীরে আহলে সুন্নাতের চিঠি শ্রবণ করুন, যেমনটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে, সকল ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনার উস্তাদ, ছাত্র, মুয়াল্লিমা এবং ছাত্রীদের খেদমতে পবিত্র কাবার আশেপাশে ঘুরে আসা সবুজ গুম্বুজকে চুম্বন করা রজবুল মুরাজ্জব, শা'বানুল মুয়ায্যম এবং রমযানুল মোবারকের রোযাদারদের বরকতময় আন্দোলিত সালাম,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ   اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

হো না হো আজ কুছ মেরা যিকর হুযুর মে হুয়া,
ওয়রনা মেরী তরফ খোশী দেখ কে মুচকুরায়ী কিউঁ। (হাদায়িকে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আবারো একবার খুশির দিন সমাগত, রজবুল মুরাজ্জব মাস সামনে আগমণ করছে। এই মোবারক মাসে ইবাদতের বীজ বপন করা হয়, শা'বানুল মুয়ায্যম মাসে অনুতাপের অশ্রু দিয়ে সেচ দেয়া হয় এবং রমযান মাসে রহমতের ফসল কাটা হয়।

তিন মাসের রোযা

রজবুল মুরাজ্জবের গুনগ্রাহীরা! শিখা ও শিখানো এবং হালাল রুজিতে প্রতিবন্ধকতা না হলে, পিতা মাতাও বিনা কারণে নিষেধ না করলে, কারো হক ধ্বংস না হলে তবে তাড়াতাড়ি এবং খুবই তাড়াতাড়ি লাগাতার তিন মাসের বা রমযানুল মোবারকের পুরোপুরি ফরয রোযার পাশাপাশি যার যতটি সম্ভব, ততগুলো নফল রোযা রাখার জন্য নেমে পড়ুন, সেহেরী ও ইফতারে অল্প খেয়ে পেটের কুফ্লে মদীনাও লাগিয়ে নিন। আহ! যদি প্রতিটি ঘরে এবং আমার সকল মাদরাসা আর সকল জামেয়াতুল মদীনায় রোযার বাহার এসে যায়, ব্যাস! প্রথম রজব শরীফ থেকেই রোযা রাখা শুরু করে দিন।

রজবের প্রথম তিনদিনের রোযার ফযীলত

রজব শরীফের প্রথম তিন দিনের রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের (গুনাহের) কাফ্ফারা, আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের (গুনাহের) কাফ্ফারা স্বরূপ। অতঃপর প্রত্যেক দিনের রোযা এক মাসের (গুনাহের) কাফ্ফারা।" (আল জামিউস সগীর, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদিস নং-৫০৫১। ফাযায়েলে শাহরে রজব লিল হাল্লাল, ৬৪ পৃষ্ঠা)

মে গুনাহগার গুনাহোঁ কে সিওয়া কিয়া লা'তা, নেকীয়াঁ হোতি হে সরকার নেকোকার কে পাস।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযারও অনেক ফযীলত রয়েছে, এপ্রসঙ্গে দু'টি হাদীসে মুবরাকা লক্ষ্য করুন:

www.dawateislami.net

(১) ফিরিশতা মাগফিরাতের দোয়া করে থাকে

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে উমারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলে আমি তাঁর খেদমতে খাবার পেশ করলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি খাও।" আমি আরয করলাম: "আমি রোযা রেখেছি।" তখন **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয়, ফিরিশতা তার (সেই রোযাদারের) জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সওম, ২/২০৫, হাদীস নং-৭৮৫)

(২) রোযাদারের হাঁড় কখন তাসবীহ পাঠ করে

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, সেই সময় **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাশতা করছিলেন, ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! নাশতা করে নাও।" আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি রোযা রেখেছি।" তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি নিজের রুজি খাচ্ছি আর বিলাল জান্নাতের রিযিকে বৃদ্ধি করছে। হে বিলাল! তুমি কি জানো, যতক্ষণ রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ তার হাঁড় তাসবীহ পাঠ করতে থাকে, তাকে ফিরিশতা দোয়া করতে থাকে।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, ফাদাইলুস সিয়াম, ৩/২৯৭, হাদীস নং-৩৫৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এ থেকে জানা গেলো, যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে যায় তবে তাকেও খাবারের জন্য ডাকা সুন্নাত, কিন্তু মন থেকে ডাকুন, মিথ্যা বিনয় করবেন না, এবং আসা ব্যক্তিও মিথ্যা বলে দিবে না যে, আমার চাহিদা নাই, যেন ক্ষুধা ও মিথ্যার মিলন হয়ে না যায়, বরং যদি (না খেতে চায় বা) খাবার কম দেখে তবে বলবে: بَارَكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** বরকত দান করুন)। এটা জানা গেলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে নিজের ইবাদত লুকানো উচিৎ নয় বরং প্রকাশ দেয়া উচিৎ যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাক্ষী হয়ে যায়। এটি রিয়া প্রকাশ নয়। **(মীরাতুল মানাজিহ, ৩/২০২)**

www.dawateislami.net

পাঠ করা হলেও এই দু'টি রিসালা (১) **"কাফন ফেরত"** এবং (২) **"প্রিয় নবীর মাস"** আবার পাঠ করে নিন। তাছাড়া প্রতিবছর শা'বানুল মুয়ায্যমে ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের অধ্যায় **"ফয়যানে রমযান"**ও অবশ্যই পাঠ করে নিন। হতে পারে ঈদে **মীরাজুননবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক রেখে **১২৭**টি বা **২৭**টি রিসালা অথবা সামর্থ্য অনুযায়ী **ফয়যানে রমযান**ও বন্টন করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন, সকল ইসলামী ভাইয়েরা এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার সকল ক্বারী সাহেব, ওস্তাদ, নাযিম এবং ছাত্রদের খেদমতে বিশেষভাবে আরয হলো যে, মেহেরবানী করে! (আমার জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরও) যাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া এবং অন্যান্য মাদানী দান অনুদান জমা করাতে স্বঃতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। (ইসলামী বোনেরা অন্যান্য ইসলামী বোনদের এবং মাহারিমদের মাদানী দান-অনুদান জমা করানোর উৎসাহ প্রদান করুন) **আল্লাহ্**র শপথ! আমার সেই ওস্তাদ এবং ছাত্রদের সম্পর্কে শুনে অনেক আনন্দ অনুভূত হয়, যারা নিজের গ্রাম ও শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে কোরবানী দিয়ে রমযানুল মোবারক জামেয়াতেই অতিবাহিত করে এবং নিজের মজলিশের নির্দেশনা অনুযায়ী মাদানী দান অনুদানের স্টলে দায়িত্ব পালন করে থাকে, যে সকল ওস্তাদ এবং ছাত্র কোন অপারগতা ছাড়াই শুধুমাত্র অলসতার কারণে উদাসীনতা প্রকাশ করে, তাদের কারণে আমার মন কান্না করে।

বিশেষ মাদানী ফুল: যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন মাদানী দান অনুদান জমা করতে চায়, তাদের চাঁদা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান জানা ফরয, বিশেষ গুরুত্ব যে, যদিও পাঠ করেছেন তবুও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"চাঁদা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** আবারো পাঠ করে নিন।

হে আল্লাহ্! রমযানুল মোবারকে মাদানী দান অনুদান এবং কোরবানীর ঈদে চামড়া জমা করানোর চেষ্টা করে যেসব আশিকানে রাসূল আমার মন খুশি করে, তুমি তাদের উপর সব সময়ের জন্য সুন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং তাদের সদকায় আমি গুনাহগারের সর্দারের উপরও সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও, **হে আল্লাহ্!** যে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন (অপারগতা ব্যতীত) প্রতি বছর তিন মাসের রোযা রাখে এবং প্রতি বছর জুমাদিউল উখরায় **"কাফন ফেরত"** রিসালা এবং রজবুল মুরাজ্জবে

www.dawateislami.net

“প্রিয় নবীর মাস” এবং শা’বানুল মুয়ায্‌যমে **“ফয়যানে রমযান”** (সম্পূর্ণ) পাঠ বা শুনে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, আমাকে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব করো আর আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীত্বে রাখো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জশ্‌নে মিরাজুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা’ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রজবুল মুরাজ্জবের ২৭ তারিখ রাতে জশনে **মীরাজুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপলক্ষ্যে হওয়া ইজতিমায়ে যিকর ও নাতে সকল ইসলামী ভাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন, তাছাড়া ২৭ই রজব শরীফের রোযা রেখে ৬০ মাস রোযার সাওয়াব অর্জন করুন।

রজব কি বাহারোঁ কা সদকা বানাদে, হামে আশিকে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!

চোখের হিফাযতের জন্য মাদানী ফুল

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ডান হাত কপালের উপর রেখে “يَا نُوْرُ” **১১** বার এক নিশ্বাসে পাঠ করুন এবং দু’হাতের সকল আঙ্গুলের উপর দম করে চোখের উপর বুলিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্ধত্ব, দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ এবং চোখের সকল রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় অন্ধত্বও দূর হয়ে যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা মাদানী ইন্‌আমাত সম্পর্কে মাদানী ফুল অর্জন করেছি, আমরা শুনলাম যে,

☆☞ ফিক্‌রে মদীনা করা বুযুর্গদের পছন্দনীয় পদ্ধতি ☆☞ কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় আমলের পরিসংখ্যান করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ☆☞ মাদানী ইন্‌আমাতের আমলকারীর উপর আমীরে আহলে সুন্নাত খুশি হন ☆☞ মাদানী ইন্‌আমাতের আমলকারীদের আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার বরকত নসীব হয় ☆☞ মাদানী ইন্‌আমাতের আমলকারীদের কুরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত অনেক বিধানের উপর আমল এবং বুযুর্গদের অনেক রীতি অনুসরন করার সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ হয় ☆☞ মাদানী ইন্‌আমাত জান্নাতে নিয়ে যাওয়া মতো এবং

www.dawateislami.net

জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মতো আমলের সমষ্টি ☆☞ মাদানী ইন্আমাত মুক্তির মাধ্যম স্বরূপ ☆☞ মাদানী ইন্আমাত বুযুর্গদের স্মরণ সতেজ করে দেয়, গুনাহ থেকে মুক্তি দেয়, নামায ও সুন্নাতের অনুসরন কারী বানিয়ে দেয় ☆☞ মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার উত্তম উপায়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সুন্নাত ও আদব

❀ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللّٰہِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ **অনুবাদ: আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫) اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। **আল্লাহ্**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ❀ ঘরে প্রবেশের দোয়া: اَللّٰھُمَّ اِنِّیْۤ اَسْاَلُکَ خَیْرَ الْمَوْلَجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰہِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰہِ خَرَجْنَا وَعَلَی اللّٰہِ رَبِّنَا تَوَکَّلْنَا (**অনুবাদ**: হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি **আল্লাহ্**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রভুর উপর আমরা ভরসা করছি।) (প্রাগুক্ত, হাদীস-৫০৯৬) দোয়াটি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর **নবী করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। ❀ নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম

মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। ❀ **আল্লাহ্**র নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ الله) ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে ❀ যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ- আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) বা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ (অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) ❀ যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? ❀ যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। ❀ যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত যে, নিজের নাম বলা, যেমন বলুন: মুহাম্মদ অমুক, নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। ❀ উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, ❀ কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং বারান্দা ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। ❀ কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, ❀ বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১০১ মাদানী ফুল”** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১৬৩ মাদানী ফুল”** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৬৬৯-৬৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

www.dawateislami.net

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهۡلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الۡحَلِيۡمُ الۡكَرِيۡمُ سُبۡحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net